The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

Educational Thoughts of Rabindranath Tagore's and It's Present Relevance in India

Anju Roy
Former Student, Dept. of Education, Cooch Behar Panchanan Barma University, West Bengal, India
DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400044

Abstract

শিক্ষা হল সমাজ পরিবর্তনের ধারক ও বাহক। সমাজের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে শিক্ষার ছোঁয়া পড়েনি। ঊণবিংশ শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন মনীষী শিক্ষার স্বরূপ সম্পর্কে মতামত প্রেষণ করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না পক্ষান্তরে তিনি ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ, নাট্যকার, দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদ্। অভিজ্ঞতার এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে তিনি নিজস্ব প্রতিভার দ্বারা পৃথিবীর সকল মানুষকে প্রভাবিত করেননি বিশেষত শিক্ষার ক্ষেত্রে। তিনি মনে করতেন, শিক্ষার লক্ষ্য হল শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা। তিনি গতানুগতিক পুঁথিগত শিক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন শিক্ষাকে জোর করে শিশু মনে চাপিয়ে দেওয়া যায় না, শিশু স্বাধীন ভাবে প্রকৃতির মাঝে শিক্ষাগ্রহণ করবে। তিনি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বচেতনা, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ এবং বহুসংস্কৃতিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন গণশিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র জাতির মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, সাংস্কৃতিক বিনিময় ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। যার ফলস্বরূপ তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, যা বর্তমানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের এক সুন্দরতম নিদর্শন।

Keywords: *সর্বাঙ্গীন বিকাশ, প্রকৃতিকেন্দ্রিক শিক্ষা, স্বাধীনতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ, বহুসংস্কৃতিবাদ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়*

Introduction

"তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না, যা বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।"

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন কবি, সংগীত রচয়িতা, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, চিত্রশিল্পী, সমাজ সংস্কারক, দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্। যিনি বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব মঞ্চে গৌরবের সাথে তুলে ধরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ শে বৈশাখ (7 May, 1861) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাল্যকাল থেকেই কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজেতা। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ ইংরাজি অনুবাদের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার জয়লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু সাহিত্যেই নয়, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' বা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীতে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা চিন্তা ছিল প্রকৃতি কেন্দ্রিক। তিনি মনে করতেন চার দেওয়ালের মধ্যে জোর করে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়, শিক্ষা হবে প্রকৃতির সান্নিধ্যে আনন্দের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তার প্রভাব শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে বিশেষত নেপাল, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কায়।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

Objectives of the Study

এই গবেষণামূলক নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্যগুলি হল-

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষার লক্ষ্যের তুলনামূলক আলোচনা করা।

(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাসম্পর্কিত পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষক সম্পর্কে আলোচনার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করা।

(গ) শিশুর শারিরীক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে স্বাধীনতা এবং উন্মুক্ত পরিবেশের ভূমিকার প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করা।

(ঘ) সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ ও বহুসংস্কৃতিবাদ ভাবধারার বর্তমান সমাজে ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করা।

(ঙ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষায় ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা।

(চ) জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) ২০২০ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তার বাস্তবিকতার তাৎপর্য মূল্যায়ণ করা।

Methodology

এই গবেষণা নিবন্ধটি সম্পূর্ণভাবে গুণগত গবেষণার (Qualitative Research) উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়েছে। গবেষণালব্ধ নিবন্ধটি সম্পূর্ণ তত্ত্বভিত্তিক (Theoretical) ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাথমিক তথ্য (Primary data) সংগ্রহ করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনপঞ্জি থেকে এবং গৌণ তথ্য (Secondary data) সংগ্রহ করা হয়েছে গবেষকদের গবেষণা, জার্নাল, অ্যাটিকেল এবং ই-পেপার থেকে।

Educational Thoughts of Rabindranath Tagore

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুদৃঢ় বন্ধন লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেছেন, শিক্ষা হল শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনের একটি প্রক্রিয়া। যেখানে সে আত্মসংযম, আত্মসচেতনতা ও আত্মসমালোচনা ইত্যাদি গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়। আর এই শিক্ষা তাকে জোর চাপিয়ে দেওয়া যায় না সে বিশ্ব প্রকৃতির সাথে একাত্ব হয়েই জ্ঞান অর্জন করবে। প্রকৃতিই হবে তার গুরু বা শিক্ষক। তিনি গতানুগতিক বইভিত্তিক জ্ঞানকে পছন্দ করতেন না। তিনি মনে করতেন, বই আমাদের প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারে না, যা বাস্তব জগতে ব্যবহারযোগ্য। তিনি সর্বত্র বলতেন শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা, মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করলে শিশু সহজে শিখতে পারবে এবং বাস্তবজগতে কাজে লাগাতে পারবে। তিনি মনে করতেন শিশুর ব্যক্তিত্ব, মানসিকতা, শারীরিক দক্ষতা, সামাজিক বিকাশ, নৈতিক বিকাশ এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ এর জন্য প্রয়োজন একটি সুপরিকল্পিত পাঠক্রম। তিনি পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন গুণাবলীর বিকাশের জন্য জরুরি বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন। তিনি মনে করতেন শিক্ষা শুধু তথ্য বা জ্ঞান প্রদান করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষা হল সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে ভালোবাসা বিনিময় করার মাধ্যম। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা চিন্তায় বিশ্বচেতনার গভীর ভাবাদর্শন লক্ষ্য করা যায়।

Aim of Education

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন বই লেখেননি। কিন্তু তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ ও বক্তব্য থেকে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

(ক) বৌদ্ধিক বিকাশ: বৌদ্ধিক বিকাশ বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীর যুক্তিসঙ্গত চিন্তা, সমস্যা সমাধান ক্ষমতা, কল্পনা শক্তির ক্ষমতা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ ক্ষমতা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য শিশুকে উন্মুক্ত পরিবেশে ছেড়ে দিতে হবে সেখান থেকেই তার বৌদ্ধিক বিকাশের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

(খ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের বিকাশ: ঠাকুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের নীতিকে স্বীকার করেছেন। তিনি মনে করতেন, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য বর্তমান। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা, রুচি ও আগ্রহ রয়েছে যা তাকে অন্য ব্যক্তি থেকে আলাদা করে। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হবে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাতন্ত্রতাকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা।

(গ) দৈহিক বিকাশ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন স্বাস্থ্যই সম্পদ। দৈহিক বিকাশের জন্য তিনি খেলাধূলার কথা বলেছেন।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

(ঘ) আত্মবিশ্বাস গঠন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস গঠনের উপর দৃষ্টিপাত করেছেন। তিনি মনে করতেন প্রকৃতির সাথে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আত্মপ্রকাশ, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মোপলব্ধি গড়ে উঠবে।

(ঙ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন: ঠাকুরের চিন্তাধারায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ছোঁয়া পাওয়া যায়। তিনি মনে করতেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হলে শিক্ষার্থীরা বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটনে উৎসাহিত হবে।

(চ) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর বিকাশ: নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ হল শিক্ষার একটি প্রধান এবং অন্যতম লক্ষ্য। নৈতিক বিকাশ শিক্ষার্থীকে ভালোমন্দ বুঝতে সাহায্য করে এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ শিক্ষার্থীকে আত্মসংযম, সহযোগিতা, পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধানে সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথের মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করা।

(ছ) বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ: শিক্ষার লক্ষ্য শুধু দেশ বা জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বের সকল প্রান্তে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ সাধন করা শিক্ষার অন্যতম একটি লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা চিন্তায় একই দিকের উন্মেষ ঘটেছে, যার প্রমাণস্বরূপ তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

Curriculum

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, পাঠক্রম হবে সমাজের প্রয়োজন সাপেক্ষ বিষয়। সমাজের নানা সমস্যা সমাধানের পথ থাকবে পাঠক্রমের মধ্যে। তিনি পাঠক্রমে মাতৃভাষা চর্চাকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়ার কথা বলেছেন। তবে ইংরাজি এবং অন্যান্য বিদেশি ভাষার চর্চাকে অবহেলা করেননি। রবীন্দ্রনাথের মতে, পাঠক্রমের লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশে সহায়তা করা। তাই তিনি সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, সংগীত, নৃত্য, পল্লী উন্নয়ন, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ইত্যাদি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন।

Methods of teaching:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বাস করতেন মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শেখে। তাকে একই নিয়মে বেঁধে ফেলা যায় না। তাঁর মতে শিক্ষণ পদ্ধতি হবে হাতে কলমে, খেলাভিত্তিক, সক্রিয়তামূলক, সৃজনশীলতার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ, প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগমূলক এবং প্রকৃত চিন্তাক্ষমতার বিকাশের মাধ্যমে।

Role of Teacher:

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ছাড়া অসম্পূর্ণ। শিক্ষক হলেন শিক্ষার লক্ষ্য এবং পাঠক্রমের কার্যাবলীর প্রধান রূপকার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন, শিক্ষকের কাজ হবে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং বাস্তব পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা প্রয়োগে সহায়তা করা।

Tagore's Thoughts and It's Persent Relevace in India

শিক্ষার লক্ষ্য প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আগ্রহ, চাহিদা, সামর্থ্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যেও পরিবর্তন হচ্ছে। শিক্ষার লক্ষ্য একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা ছড়িয়ে পড়েছে নানা বিভিন্নতায়।

ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পর বিভিন্ন কমিশন শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম এবং শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে নানা সুপারিশ প্রদান করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকমিশন বা রাধাকৃষ্ণন কমিশন (১৯৪৮-৪৯), মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২-৫৩), ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬), জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৬৮, জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬, প্রোগ্রাম অফ্ অ্যাকশন ১৯৯২ এবং সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ সালের শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশগুলি অনুধাবন করলে শিক্ষানীতি সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এই কমিশনগুলির শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা চিন্তার সাদৃশ্য মেলবন্ধন খুঁজেও পাওয়া যায়।

বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রচলিত ১০+২+৩+২ শিক্ষা কাঠামোকে পরিবর্তন করে NEP-2020 বিদ্যালয় স্তরকে ৫+৩+৩+৪ ভাগে ভাগ করেছে। যার মধ্যে ৫ বছর ফাউন্ডেশনাল স্তর (৩-৮ বছর), ৩ বছর প্রিপারেটরি স্তর (৮-১১ বছর), ৩ বছরের মিডল স্তর (১১-১৪ বছর) এবং ৪ বছরে সেকেণ্ডরি (১৪-১৮ বছর) সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে। এখানে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি নতুন

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

রূপ দান করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০তে উচ্চ শিক্ষার জন্য স্নাতক স্তরে ৩-৪ বছর সময়সীমা স্নাতকোত্তরে ১ থেকে ২ বছর সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর দায়িত্ব, সাংবিধানিক মূল্য, বিশ্ব নাগরিকতার মতো বিষয় সমূহ মূল উদ্দেশ্যে স্থান পেয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০তে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক শিক্ষার (Holistic Education) কথা বলা হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মনে করেন শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বা সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য বা কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষার্থীকে সর্বাধিক স্বাধীনতা প্রদান করার কথা বলেছেন। তিনি মনে করতেন স্বাধীনতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা এবং চিন্তনক্ষমতার বিকাশ ঘটবে। বর্তমানে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই নীতি স্বীকার করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ করানো ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তার উদ্দেশ্য। তিনি মনে করতেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের ফলে শিক্ষার্থী বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রযুক্তিগত দক্ষতার অধিকারী হবে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং জীবনশৈলী দক্ষতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আধুনিক প্রচলিত শিক্ষার অন্যতম একটি লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে বিশ্বনাগরিকসত্ত্বা হিসাবে গড়ে তোলা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তায় একই ভাবনার পরিস্ফুটন ঘটেছে। যার ফলস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় যা বর্তমানে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

Conclusion

পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষা মনুষ্য জীবনের এক মূল্যবান সম্পদ। শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্ক পর্যন্ত শিক্ষা প্রক্রিয়া অবিরাম চলতে থাকে। শিক্ষা সমাজ ব্যবস্থাকে নানা দিক থেকে সমৃদ্ধশালী করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তায় এক অভিনবত্ব ভাব লক্ষণীয়। তিনি প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের যা কিছু ভালো, তার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাভাবনায় সুদূর ভবিষ্যতের গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন। শিক্ষার কাজ হল পরিবর্তনশীল সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিকে নিজের আচরণ বা ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করানো যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তায় বর্তমান। তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে মানবতাবোধ, নিরক্ষরতা, সৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

References

Chakrobarty, A. (2018). The educational philosophy of Rabindranath Tagore and Sri Aurobindo. *International Journal of Research and Analytical Reviews, 5*(3), 278–283.

Das, P., & Bera, S. (2020). Influence of Rabindranath Tagore's philosophical thought on school education in present India. *Infokara Research, 9*(10), 346–354.

Pushpanathan, T. (2013). Rabindranath Tagore's philosophy of education and its influence on Indian education. *International Journal of Current Research and Academic Review, 1*(4), 42–45.

Mondal, G. C. (2018). Reflective analysis of perceptions on education of Rabindranath Tagore. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, 5*(8), 424–426.

Ravi, S. (2015). *Philosophical and sociological bases of education.* PHI Learning Private Limited.

Roy, S. (n.d.). *Shikshatattwa o shikshadarshan (Theories & philosophies of education).* Soma Book Agency.

All rights reserved. © 2026